

পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ৯ নম্বর ছিপারা

## আল-গালাতিয়া

### পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রা:) চিঠির আকারে অউ ছিপারা লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ১৬ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। হজরত পাউলুছ বর্তমান তুরস্ক দেশর গালাতিয়া এলাকাত গিয়া তবলিগ করলা, খালি হজরত ইছার উপরে ইমান আনলেউ নাজাত মিলে। অইলে তাইন হন থাকি যাওয়ার বাদে কয়জন ইহুদি মৌলানা আইয়া কইলা, খালি ইমান আনলেউ নাজাত মিলে না, এরলগে ইহুদি ধর্ম মাফিক মুছা নবীর শরিয়তও মানতে অইবো। তারার অউ ভন্ডামি তালিম থাকি বাচানির লাগি তাইন অউ পয়গাম লেখলা।

তাইন বুজাইরা, আল্লার ওয়াদা করা আল-মসীর উপরে ইমান আনলেউ নাজাত পাওয়া যায়, নাজাতর লাগি মুছার শরিয়ত আমল করার জরুর না। অইলে নাজাতর ফল অইলো শরিয়তর হুকুম-আহকাম মাফিক চলা।

অউ জমানার ইহুদি আর অইন্য জাতির মাজে কুন্ বনি-বনা আছিল না। ইহুদি অকলে মনে করতা খালি তারাউ আল্লার মায়ার জাতি, তারা ছাড়া বাদ-বাকি হকল মানুষউ বে-দীন আর নাফরমান। অইলে হজরত পাউলুছে কইরা, না, ইহুদি বা অইন্য জাতি এরা হকলউ নাফরমান, কুন্ মানষরউ তাক্ত নাই ষোলআনা শরিয়ত আমল করা, এরলাগি হকলউ লান্নতি বনিগেছে। তে ইছা আল-মসী ছাড়া বাচার কুন্ পথ নাই।

এরমাজে আছে,

- (ক) আল্লাই খুশ-খবরি খালি একটাউ .....১:১-১০ আয়াত  
(খ) হজরত পাউলুছ (রা:) কিলা সাহাবি অইলা ..... ১:১১-২:২১  
(গ) শরিয়ত না রহমত? ..... ৩-৪ রুকু  
(ঘ) মুমিন অকলর স্বাধীনতা ..... ৫ রুকু  
(ঙ) একে-অইন্যর আছান করা ..... ৬ রুকু

আল্লাই খুশ-খবরি খালি একটাউ

আমি পাউলুছ, ইছা আল-মসীর একজন সাহাবি। আমি কুন্স মানষর হুকুম-পরামিশে বা কুন্স মানষর উছিলায় সাহাবি অইছি না। খালি ইছা আল-মসী আর আমরার গাইবি বাফ আল্লা, যেইন আল-মসীরে মুর্দা থাকি জিন্দা করি তুলছইন, এরার গেছ থাকিউ খেলাফতি পাইছি।

আমি আর আমার লগর হকল মুমিন ভাইয়াইন্তে মিলিয়া, গালাতিয়া দেশর ইছায়ী জমাত অকলর গেছে অউ ছহিফা খান লেখরাম।

আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে রহমত আর শান্তি দান করউক্কা। আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকর মুনশায়, হউ ইছায় আমরার গুনর মফির লাগি নিজর পবিত্র জান কুরবানি দিছইন, যাতে অউ খারাপ জমানার আত থাকি আমরারে বাচাইতা পারইন।

আল্লা পাকর তারিফ হর-হামেশা জারি রউক। আমিন।

আমি বড় তাইজ্জুব অইগেছি, আল-মসীর রহমে যেইন ডাকিয়া আনিয়া তুমরারে নিজর বন্দা বানাইছইন, তানে ছাড়িয়া তুমরা কিলা অতো জলদি আরক নমুনর খুশ-খবরির বায় ফিরিগেলায়। আসলে তো ইটা কুন্স খুশ-খবরিউ নয়। অইলে কয়জন মানুষ আছে, যেতায় তুমরার ইমান লইয়া খেইড় খেলাইরা, তারা আল-মসীর খুশ-খবরিরে উল্টা-পাল্টা করিলতা চাইরা। হুনো, আমরা যে খুশ-খবরি তুমরার গেছে তবলিগ করছি, অউ খুশ-খবরি ছাড়া দুছরা কুন্স খুশ-খবরি যুদি তুমরার গেছে তবলিগ করা অয়, ইতা যুদি আমরা নিজেউ করি, বা আছমানি কুন্স ফিরিস্তায় আইয়া করইন, তে অগুর উপরে লান্নত পড়উক।

আমি আগে যেমনে কইছি, অখন হিরবার অউলা কইরাম, আগর যে খুশ-খবরি তুমরা মানছো, ইতা ছাড়া দুছরা কুন্স খুশ-খবরি কেউ তুমরার গেছে তবলিগ করলে, অগুর উপরে লান্নত পড়উক।

ইতা করিয়া আমি কার গেছ থাকি তারিফ পাইতাম চাইয়ার, কুন্স মানষর গেছ থাকি না আল্লার তরফ থাকি? আমি কুন্স মানষরে খুশ করার চেষ্টা করিয়ার নি? আমি যুদি অখনও মানষরে খুশ করার চেষ্টা করতাম, তে আমি আল-মসীর খাদিম অইলাম না অনে।

হজরত পাউলুছ (রা:) কীলা সাহাবি অইলা

১১ ও ভাইছাব অকল, আপনারা জানিয়া রাখউক্লা, আমি যে খুশ-খবরি তবলিগ করছি, ইতা তো কুনু মানষর বানাইল মতবাদ নয়। ১২ আমি ইতা কুনু মানষর গেছ থাকি পাইছি না, কেউ আমারে ইতা হিকাইছেও না। খালি ইছা আল-মসীয়ে নিজে আমার গেছে ইতা জাইর করছইন।

১৩ আমি আগে যেবলা ইহুদি ধর্ম মানতাম, হউ সময় আমার চাল-চলন কীলা আছিল ইতা তো তুমরা হুনছো। আমি আল্লার জমাত অকলরে কত বেশি জুলুম করতাম, আর ইতারে বিনাশ করার চেষ্টাত আছলাম, এওতা তুমরা জানো। ১৪ আমার বাফ-দাদার গেছ থাকি পাওয়া শরা-রছুমত মানাতও আমি খুব খিয়ালি আছলাম। এরদায় আমার বয়সি ইহুদি অকলর মাজে আল্লা-বিপ্লা করাত আমি বউত আগুয়াইল আছলাম। ১৫ অইলে আল্লায় তো আমার মা'র পেটো থাকতেউ আমারে পছন্দ করছইন, তাইনউ নিজর রহমতে আমারে দাওত দিছইন। তান মুনশা আছিল, ১৬ আমি তান খাছ মায়ার জনর দিদার পাইয়া, অইন্যান্য জাতির গেছে খুশ-খবরি তবলিগ করি। তে অউ দিদার পাইয়াও আমি কুনু আদম জাতর লগে পরামিশ করছি না। ১৭ আর আমার আগর কুনু সাহাবির লগে মুলাকাত করার লাগি আমি জেরুজালেম টাউন খানোও গেছি না। বরং আমি আরব দেশো গেছলামগি, গিয়া ঘুরি-ফিরি হিরবার দামেস্ক টাউনো আইছি।

১৮ এর তিন বরছ বাদে সাহাবি পিতরর লগে মুলাকাত করার নিয়তে জেরুজালেম গেছলাম, গিয়া তান অনো পনরো দিন আছলাম। ১৯ অউ সময় হজরত ইছার ভাই সাহাবি ইয়াকুব ছাড়া, দুছরা কুনু সাহাবির লগে আমার দেখা অইছে না। ২০ এক আল্লা সাক্ষি আছইন, আমি অউ যেতা লেখলাম, এর একটা হরফও মিছা নয়। মনো রাখবা, অউ খুশ-খবরি তো কুনু মানষর গেছ থাকি পাইছি না, খালি ইছা আল-মসীয়ে নিজে আমার গেছে জাইর করছইন।

২১ বাদে আমি সিরিয়া আর কিলিকিয়া দেশর বউত জাগাত গেছলাম। ২২ অউ সময় এহুদিয়া জিলার ইছায়ী জমাত অকলেও আমারে চিনতা না। ২৩ তারা খালি অউ খবর হুনছিল, “আগে যে বেটায় আমার উপরে জুলুম করতো, আর ইছার নামরে দুনিয়া থাকি তুড়িলিতো চাইছিল, অখন হউ

বেটায় আল-মসীর ইমানর খুশ-খবরি তবলিগ করের।” ১৪ আমি ইমান আনিয়া বদলি যাওয়ায়, তারা আল্লার শুকুর-তারিফ করতা।

জমাতে হজরত পাউলুছরে কবুল করলা

২ চৌদ্দ বরছ বাদে বার্নাবাছর লগে অইয়া আমি হিরবার জেরুজালেম গেলাম, অউ সময় তীতাছরেও লগে নিলাম। ৩ আল্লাই হুকুমে আমি হনো গেলাম। গিয়া হনর ভাইয়াইনরে কইলাম, অইন্যান্য জাতির গেছে আমি কুন খুশ-খবরি তবলিগ করি। অইলে জমাতর মুরক্বি অকলরে ইতা নিরালায় কইলাম, আমার চিন্তা আছিল, আমার অতো দৌড়র কাম যাতে বেকামায়া না যায়। ৪ আমার লগর ভাই তীতাছ অ-ইহুদি অইলেও, তান মছলমানি কাম করানির লাগি এরা কুনু চাপ দিছে না। ৫ আসলে ইমানদার দলর ভিতরে কয়জন মুনাফিক হামানিয়ে অলা অইলো। ইছা আল-মসীর উম্মত বনায় আমরা যে স্বাধীনতা পাইছি, অতার খুত ধরার লাগিউ এরা হামাইছিল, যাতে আমরা মুছার শরিয়তর গুলামিত রাখতো পারে। ৬ অইলে আমরা এক পলকর লাগিও তারার গুলামি মানলাম না, যাতে খুশ-খবরি হকিকতি তুমরার গেছে কাইম রয়।

৭ আর জমাতর নাম-ডাকি জন অকলর লগে আমি মাতিলাম, এরা যেইনউ অইন না কেনে, ইতায় আমার কুস্তাউ যায় আয় না, আল্লায় তো মুখ চাইয়া মছলমানি করইন না। এরা তো আমারে নয় কুস্তা দিছইন না, ৮ বরং তারা বুজিলিলা, ইহুদি সমাজর গেছে খুশ-খবরি তবলিগো পিতররে যেলা দায়িত্ব দেওয়া অইছিল, অউ লাখান অইন্যান্য জাতির গেছে তবলিগর দায়িত্ব আমারে দেওয়া অইছে। ৯ তারা অখান দেখলা, ইহুদি অকলর গেছে সাহাবি-কামো পিতররে যেইন চালাইছইন, হউ আল্লায়উ অইন্যান্য জাতির মাজে সাহাবি-কামো আমারে চালাইছইন। ১০ অখান দেখিয়া জমাতর গইন্য-মাইন্য মুরক্বি, মানি ইয়াকুব, পিতর আর হান্নানে বুজিলিলা, আল্লার तरফ থনে আমি খাছ রহমত পাইছি। তেউ তারাও আমরা লগে একমত আছইন অখান দেখাইতা করি, আমার আর বার্নাবাছর লগে তারার আত মিলাইলা। আর অউ মাতে রাজি অইলা, আমরা তবলিগ করমু অইন্যান্য জাতির গেছে, অইলে তারা তবলিগ করবা ইহুদি সমাজর গেছে। ১১ তারা খালি এখান আবদার করলা, আমরা যানু

জমাতর গরিব অকলর বায় খিয়াল রাখি। আসলে আমারও অলা করার খুব ইচ্ছা আছিল।

হজরত পাউলুছ আর পিতরে অমিল

১১ বাদে পিতর আন্তিয়খিয়া টাউনো আইলা। এরমাজে তাইন এক বড় অইন্যায় করায় আমি তান মুখর ছামনেউ আপত্তি জানাইলাম। ১২ অউ সময় ইহুদি থাকি মুমিন অওয়া একদল মানষে ফতোয়া দিতা, অইন্যায় জাতি থাকি যেরা ইছার উম্মত অয়, তারার মছলমানি কাম করানি জরুর। অউ ফতোয়া দলর কিছু মানুষ সাহাবি ইয়াকুবর গেছ থাকি আইবার আগে পিতরে অইন্য জাতির লগে মিলা-মিশা করি খানা-দানা খাইতা। ইটা তো খুব ভাল। অইলে এরা আওয়ায় এরার ডরে তাইন অউ ভাল কাম বন্দ করিল্লা। অকটাউ বড় অইন্যায়। ১৩ আন্তিয়খিয়ার আরো বউত ইহুদি মুমিনেও পিতরর লগে অউ ভন্ডামিত সামিল অইলা। হেশ-মেশ বার্নাবাছও তারার লগে ভুল পথে পাও দিলাইলা।

১৪ অইলে আমি য়েবলা দেখলাম, খুশ-খবরির হকিকতর লগে তারার কাম-কাজ মিলের না, অউ হকলর ছামনে পিতররে কইলাম, “আপনে ইহুদি অইয়াও যদি ইহুদি নিয়ম বাদ দিয়া অইন্য জাতির লাখান চলইন, তে অইন্য জাতিরে কেনে অখন ইহুদি নিয়ম মানার তাগিদ দিরা? ১৫ আপনে-আমি দুইওজনউ তো ইহুদি, নাফরমান অ-ইহুদি কুলো জন্নিছি না। ১৬ এরবাদেও তো আমরা জানি, মুছার শরিয়ত আমল করলেও আল্লায় মানষরে দীনদার কইয়া কবুল করইন না, খালি ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনলেউ দীনদার কইয়া কবুল করইন। এরদায়উ আমরা তান উপরে ইমান আনছি, যাতে শরিয়তর আমলে নায়, অইলে আল-মসীর উপরে ইমান আনায় আমরা দীনদার কইয়া কবুল করইন। কারন শরিয়ত আমল করলেও কুন্ মানষরে দীনদার কইয়া গনা অইতো নায়।”

১৭ অইলে অখন আমরা আল-মসীর তরিকায় দীনদার বনতাম চাইরাম করি, ইহুদি শরার নিয়ম-কানুন বাদ দিলাইছি। এতে যদি কুন্ কুন্ জনে আমরা নায়ফরমান কইন, তে কিতা বুজা যায়, আল-মসীয়ে কুন্ গুনর খেজমত করইন নি? নাউজুবিল্লা, নিচয় না। ১৮ আমি নিজে যেতা বাদ দিলাইছি, অতা যদি হিরবার করি, তে তো নিজেউ নিজরে দুষি পরমান

করিয়ে। ১৯ শরিয়তর নিয়মে শরিয়তর আতোউ আমার মউত অইগেছে, যাতে আল্লার তারিফর লাগি আমি জিন্দা রই। ২০ তে ধরিলাও, আমারে আল-মসীর লগে গাছে লটকাইয়া কাতল করা অইছে। আমি আর জিন্দা নায়, আমার কায়ার মাজে আল-মসীউ জিন্দা আছইন। অউ কায়ায় অখন যে জিন্দেগি কাটাইরাম, ইটা আল্লার খাছ মায়ার জনর উপরে ইমানর বলে কাটাইরাম। তাইন আমারে মহব্বত করিয়া, আমারে তরানির লাগি নিজর জান কুরবানি দিছইন। ২১ আল্লা পাকর ই রহমত আমি বিফল অইতে দিতাম নায়। শরিয়ত আমল করিয়া যুদি মানুষ দীনদার বনিযিতো, তে আল-মসী খামোখা কুরবানি অইলা নি?

### শরিয়ত না রহমত?

ও বেআখল গালাতি অকল, তুমরারে খেগিয়ে যাদু করছে? তুমরার গেছে তো খুলামেলা আর ছাফ-ছফা তবলিগ করা অইছে, ইছা আল-মসীরে গাছে লটকাইয়া কাতল করা অইছিল। ২ তে অখন আমি খালি অউ কথাখান জানতাম চাইরাম, তুমরা যে পাক রুহ পাইছো, ইটা কিতা মুছার শরিয়ত আমল করিয়া পাইছো নি? না খুশ-খবরি হুনিয়া ইমান আনায় পাইছো? ৩ তুমরা কুন্সু অলা বেআখল নি? পাক রুহর বলে নয়া জিন্দেগি শুরু করিয়া, অখন নিজর বলে কামিয়াব অইতায় চাইরায়? ৪ তে খামোখা অতো দুখ-কষ্ট করলায় নি? আমি আশা করি তুমরার ই কষ্ট মোটেউ বেহুদা গেছে না। ৫ আইছা, আল্লায় তো তুমরারে পাক রুহ দান করছইন, আর তুমরার মাজে বউত কেলামতি কামও করছইন। তে কওছাইন, তান শরিয়ত মানায় তাইন ইতা করলা নি? না খুশ-খবরি হুনিয়া তুমরা ইমান আনায় ইতা করছইন?

৬ ইব্রাহিম নবীর বেয়াপার খান দেখো, আল্লার কালামো আছে, “ইব্রাহিমে আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায়, আল্লায় তানরে দীনদার কইয়া কবুল করলা।” ৭ এরদায় তুমরাও সমজিলাও, যেরা ইমান আনে, তারাউ ইব্রাহিমর আসল আওলাদ। ৮ আছমানি কিতাবো আগেউ বাতাইল অইছে, আল্লার উপরে ইমান আনলেউ তো তাইন অইন্যান্য জাতিরে দীনদার কইয়া কবুল করইন। ইব্রাহিমর গেছে অউ আয়াতর খুশ-খবরি আগেউ জানাইল অইছিল, “তুমার উছিলায় দুনিয়ার তামাম জাতিয়ে বরকত পাইবা।”

১৫ তে বুজা যায়, আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায় ইব্রাহিমে যেনা বরকত পাইছইন, তান বাদে যেরা ইমান আনবা তারাও অলা বরকত পাইবা।

১৬ আছমানি কিতাবে কয়, “যে মানষে শরিয়তর কিতাবো লেখা তামাম হুকুম-আহকাম আমল না করে, হে লান্নতি।” অন থাকি বুজা যায়, যেরা শরিয়ত মানার উপরে ভরসা করে, তারা হকলর উপরেউ ই লান্নত আছে। ১৭ আল্লার কালামে বাতায়, “দীনদার কইয়া যারে কবুল করা অয়, হে তার ইমানর জরিয়ায় জিন্দেগি পাইবো।” এরদায় বুজা যায়, শরিয়তর হুকুম-আহকাম মানলেও আল্লায় কেউররে দীনদার কইয়া কবুল করইন না। ১৮ অইলে শরিয়তে কয়, “শরিয়তর হুকুম-আহকাম মাফিক যে মানুষ চলে, হে শরিয়তর মাজদিউ জিন্দেগি কাটাইবো।” তে তো বুজা যায়, শরিয়তে ইমানর উপরে ভরসা করে না। ১৯ শরিয়তর বরখেলাফ করায় আমরার উপরে যে লান্নত আছিল, অউ লান্নত আল-মসীয়ে তান নিজর কান্দো নিয়া আমরারে আজাদ করছইন। আল্লার কালামো তো আছে, “গাছো লটকাইয়া যারে কাতল করা অয়, হে লান্নতি।” ২০ আল্লায় ইব্রাহিম নবীরে যে বরকত দান করছইন, ইছা আল-মসীর জরিয়ায় অউ বরকত যাতে অইন্য জাতি অকলেও পাইন, আর আমরাও যাতে ইমানর মাজদি ওয়াদা করা হউ পাক রুহ পাই, অতার দায়উ আল-মসীয়ে ই লান্নত নিজর কান্দো নিছইন।

### শরিয়ত আর ওয়াদা

২১ ও ভাই অকল, আমি দুনিয়াবি কথাদি বুজাই দিরাম। দুই পক্ষ মানষর মাজে য়েবলা কুনু চুক্তি পাকা-পুঞ্জ অইয়ায়, অউ চুক্তি এক পক্ষয় আর বাতিল করতো পারে না, বা এর মাজে নয়া কুস্তা লাগাইতোও পারে না। ২২ তে ইব্রাহিম নবী আর তান আওলাদর লগে আল্লায় যে ওয়াদা করছলা, আল্লার কালামো তো কওয়া অইছে না, “আওলাদ অকলর লগে” মানি বউত আওলাদর লগে। বরং কওয়া অইছে খালি “তুমার আওলাদর লগে” মানি এক আওলাদর লগে, আর অউ আওলাদউ অইলা আল-মসী। ২৩ আমি কইতাম চাইরাম, আল্লায় ইব্রাহিমর আমলো ওয়াদার মাজদি যে নিয়ম বওয়াল করছলা, এর চাইরশো তিশ বরছ বাদে শরিয়ত দেওয়া অইছিল। অউ শরিয়ত আওয়ায় আগর হউ ওয়াদার নিয়ম তো বাতিল করতো পারে

না। তে তো তান ওয়াদা জারি রইলো। ১৮ আর আল্লার বরকত পাওয়া যদি শরিয়ত আমলর উপরে নির্ভর করতো, তে ওয়াদার উপরে নির্ভর রইলো না অনে। অইলে আল্লায় ওয়াদার মাজদিউ ইব্রাহিমরে বরকত দান করছিল।

১৯ তে কইবা, শরিয়ত কেনে দেওয়া অইছিল? মানষে গুন্যর কাম না ছাড়ায়, আল্লার তরফ থাকি ওয়াদার লগে শরিয়তও সামিল করছিল। আর ইব্রাহিমর যে আওলাদর বেয়াপারে আল্লায় ওয়াদা করছিল, অউ জনে তশরিফ না আনা পর্যন্ত ই শরিয়ত বওয়াল আছিল। আল্লার ফিরিস্তার জরিয়ায় মুছা নবীর গেছে ই শরিয়ত নাজিল অইছিল। অউ মুছাউ আছিল আল্লা আর মানষর মাজে শাফায়াতকারি, মানি মাজর মানুষ। ২০ অইলে খালি একপক্ষ থাকলে তো মাজর মানষর জরুর আছিল না; আর আল্লা তো একজনউ। তাইন ইব্রাহিমর লগে ওয়াদার কালো কুন্সু মাজর জন লাগছে না।

২১ তে শরিয়ত কুন্সু আল্লার ওয়াদা অকলর উল্টা নি? নিচয় না। আল্লায় যদি অউ লাখান শরিয়ত দান করতা, যেতায় আখেরি জিন্দেগি মিলে, তে শরিয়ত মানিয়াউ মানুষ আল্লার দরবারো কবুল অইগেলোনে। ২২ অইলে আছমানি কিতাবে বাতায়, তামাম মানুষউ গুন্যর কবজায় বন্দি, তারা যানু ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনিয়া, ইমানর জরিয়ায় ওয়াদা করা হউ বরকত পাইন।

২৩ ইমান আওয়ার আগে শরিয়তে আমরারে পারা দিছিল। ইমান জাইর না অওয়া পর্যন্ত অউ শরিয়তেউ আমরারে বান্দিয়া রাখছিল। ২৪ এরদায় বুজা যায়, আল-মসীর গেছে পৌছানির আগে অউ শরিয়তেউ অতদিন আমরারে চালাইছে, যাতে ইমানর জরিয়ায় আমরারে দীনদার কইয়া কবুল করা অয়। ২৫ অইলে অখন ইমান কইম অওয়ায়, আমরা আর চালকদার শরিয়তর তলুয়া নায়।

### আল্লার নুরর আওলাদ

২৬ ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনায় তুমরা হক্কল অখন আল্লার আওলাদ বনিগেছো। ২৭ তুমরা যারা আল-মসীর তরিকা কবুল করছো, তুমরা তো ফিল্লর নয়। কাপড়র লাখান আল-মসীর ভিতরে হামাইগেছো। ২৮ ইহুদি আর অ-ইহুদি, গুলাম আর আজাদ, বেটিন আর বেটাইন্তর মাজে অখন কুন্সু তফাত নাই। ইছা আল-মসীর লগে মিশি যাওয়ায় তুমরা হক্কলউ



তো এক অইগেছো। ২৯ তুমরা যেবলা আল-মসীর জন অইগেছো, তে তো ইব্রাহিমর আওলাদও অইছো, আর আল্লায় ইব্রাহিমরে যেতা দিবা করি ওয়াদা করছলা, তুমরাও অতার ভাগি বনিগেছো।

৪ আমি বুজাইতাম চাইরাম, বাফর হকল ধন-ছামানাত আওলাদর এখতিয়ার থাকলেও, হে যতদিন নাবালিক রয় অতদিন আওলাদ আর গুলামর মাজে কুন্ তফাত মিলে না। ৫ তার বাফে যে সময়র কথা অছিয়ত করি যাইন, অতদিন হে তার মুরব্বি বা জিন্মাদারর আওতায় রইতে অয়। ৬ অউ লাখান আমরাও যেবলা নাবালিক আছলাম, হউ সময় দুনিয়ার নানান চাল-চলনর গুলাম আছলাম। ৭ অইলে সময় পুরা অইয়া হারলে, আল্লায় তান খাছ মায়ার জনরে বেজিলা। তাইন একজন নেক আওরতর পেটো জনম লইয়া, শরিয়তর হুকুম-আহকাম মাহফিক জিন্দেগি কাটাইলা। ৮ যাতে শরিয়তর আওতায় থাকা মানষরে আজাদ করতা পারইন, আর আমরারেও আল্লার আওলাদ বনার এখতিয়ার দেইন। ৯ এরদায় তুমরা আল্লার আওলাদ বনি যাওয়ায় তুমরার দিলো বসত করার লাগি, আল্লায় তান খাছ মায়ার জনর রুহরে বেজিছইন। তুমরার দিলর অউ রুহে তো আল্লা পাকরে আব্বা কইয়া ডাকইন। ১০ গতিকেউ তুমরা গুলাম রইছো না, আওলাদ বনিগেছো; আর আওলাদরে আল্লায় যেতা দেওয়ার ওয়াদা করছিলো, অখন তুমরা এওতার মালিকানাও পাইছো।

### ইমানে মজবুত আর খাটি অও

১ আগে তুমরা যেবলা আল্লা পাকরে চিনতায় না, হউ সময় তুমরা যেতার গুলামি করতায়, ইগুইন তো আসলে কুন্ দেবতাউ নায়। ২ অইলে অখন তো আল্লারে চিনছো; আসলে আল্লায়উ তান নিজর পরিচয় দিছইন। তে তুমরা কিলা হিরবার দুনিয়াবি হউ কমজুর আর বাতিল চাল-চলনর বায় ফিরিযিরায়? আরকবার অতার গুলাম বনতায় চাইরায় নি? ৩ তুমরা হিরবার অমুক আর তমুক দিন, মাস, রিতু আর বছররে মানরায়। ৪ এরদায় আমার ডর করের, তুমরার তলে আমার অতো মেনত নি মাটি অইয়ায়।

৫ ও ভাই অকল, আমি তুমরারে মিনত করিয়ার, আমি যেলা তুমরার লাখান অইগেছি, তুমরাও অলা আমার লাখান অও। তুমরা তো অতদিন আমার কুন্ খেতি করছো না। ৬ তুমরার জানা আছে, আমার শরিলো

বেমার অওয়ায়, আমি তুমারর গেছে পয়লা বার খুশ-খবরি তবলিগর সুযোগ পাইছলাম। ১৪ আমার বেমারর দায় তুমারর কষ্ট অইলেও, তুমরা তো ঘিন বা এলা করিয়া আমারে ফলাইছো না। বরং আল্লার কুনু ফিরিস্তা বা ইছা আল-মসীরে য়েলাখান কবুল করতায়, অউ লাখান আমারেও কবুল করছো। ১৫ অইলে অখন তুমারর দিলর হি এশকি গেল কুয়াই? আমি তো তুমারর বেয়াপারে অখানউ কইতাম পারি, হউ সময় পারলে তুমরা নিজর কইলজা খুলিয়া আমারে দিলাইলায় অনে। ১৬ তে তুমারর গেছে হক কথা মাতায়, আমি অখন দুশমন অইগেলাম নি?

১৭ হুনো, অউ য়েগুইন্তে তুমারর খুজ-খবর লইরা, অগুইন তো বদ নিয়তে আইরা। তারা চাইন, তুমরারে আমার বায় খনে ফিরাইয়া, তারার আশিক বানাইতা। ১৮ ভালা নিয়তে অলা করলে ফায়দা অইলো অনে। অইলে আমি য়েবলা তুমারর ছামনে আই, খালি অউ সময় নায়, নেক নিয়তে হর-হামেশা খুজ-খবর লওয়া ভালা। ১৯ ও আমার পিয়ারা আওলাদ অকল, তুমরা যতদিন আল-মসীর লাখান না বনছো, অতদিন আমি হিরবার তুমারর লাগি হুরুতা পয়দার বিষর লাখান ছটফট কররাম। ২০ আমার মনে চার, অউ পয়গাম লেখা বাদ দিয়া অখনউ আমি নিজে তুমারর গেছে আইয়া, ঠান্ডা মাথায় বাতচিত করতাম। তে তুমরারে লইয়া কিতা করতাম কুস্তা বুজরাম না।

**বিবি ছায়রা আর বান্দি হাজেরা থাকি তালিম**

২১ তুমরা যেরা মুছার শরিয়তর গুলামি করতায় চাও, তুমরা কওছাইন, শরিয়তে য়েতা কয় ইতা তুমারর কানো হামায় না নি? ২২ আল্লার কালামে বাতায়, ইব্রাহিম নবীর দুই পুয়া আছলা, পয়লা পুয়া বান্দি বেটি হাজেরার তরফা আর দুছরা পুয়া আসল স্বাধীন বিবি ছায়রার তরফা। ২৩ বান্দি বেটির তরফা পুয়ার জনম অইছিল দুনিয়ার নিয়মে, অইলে আসল স্বাধীন বিবির পুয়ার জনম অইছিল আল্লা পাকর ওয়াদায় কুদরতি বলে।

২৪ ই মাতর মানি অইলো, অউ দুই বেটি অইলা দুইটা নিয়ম। এক নিয়ম তুর পাড় খনে আইছে, ইটায় তার খেজমত কররা মানষরে গুলামির পথে টানে; এইন অইলা বান্দি হাজেরা। ২৫ অউ হাজেরা মানি আরব দেশর তুর পাড়। আর হাজেরা অইলা অউ জগতর জেরুজালেম টাউনর এক

নমুনা, জেরুজালেম টাউনে তো তার পুয়া-পুড়িনরে লইয়া বান্দি বনছে।  
 ২৬ অইলে আছমানি যে জেরুজালেম, এইন তো স্বাধীন; এইনউ আমরার  
 মা। ২৭ আছমানি কিতাবে কয়, “ও নিআওলাদি বেটি, যার কুন্ হুরুতা  
 অইছে না, তুমি খুশির গজল গাও। হুরুতা পয়দার বিষে যারে ধরছে না,  
 তুমি গলা ফাটাইয়া জুরে জুরে গজল গাও। জামাইর ঘরর বউর চাইতেও,  
 যার কেউ নাই তাইর বউত বেশি আওলাদ অইবা।”

২৮ ভাই অকল, এরদায়উ তুমরার জনম অইছে আল্লার ওয়াদার  
 ইসহাকর লাখান। ২৯ অইলে হউ সময় দুনিয়ার নিয়মে যার জনম অইছিল,  
 হে জুলুম করতো অউ জনরে, যেইন জনম লইছইন আল্লার পাক রুহর বলে;  
 আর অখনও অউলা জুলুম অর। ৩০ এরদায় দেখো, আল্লার কালামে কয়,  
 “বান্দিরে আর তাইর পুয়ারে বাড়ি থনে খেদাই দেও; বান্দির তরফা পুয়ায়  
 কুনুমন্তেউ আসল বিবির পুয়ার লগে, ধন-ছামানার বাট পাইতো নায়।”  
 ৩১ তে ও ভাই অকল, অউ আয়াতে বুজা যায়, আমরা বান্দির আওলাদ  
 নায়, আমরা তো আসল স্বাধীন বিবির ঘরর আওলাদ।

### মুমিন অকলর স্বাধীনতা

ও মুমিন অকল, আল-মসীয়ে আমরারে স্বাধীন করছইন, স্বাধীন  
 হালতে রওয়ার লাগি। এরদায় তুমরার স্বাধীনতারে ধরিয়া রাখো,  
 গুলামির লাগাম আর ফিন্দিও না।

৩২ হুনো, আমি পাউলুছে তুমরারে কইরাম, তুমরা যুদি অখনও  
 মছলমানি কাম করাও, তে আল-মসীর কুন্ দামউ তো তুমরার গেছে  
 নাই। ৩৩ আমি হকলর গেছে হিরবার অখান কইরাম, যে জনরে মছলমানি  
 করাইল অয়, তার উপরে ফরজ অইয়ায় শরিয়তর তামাম হুকুম-আহকাম  
 মানা। ৩৪ তুমরা যারা শরিয়ত আমল করিয়া দীনদার বনতায় চাইরায়,  
 তুমরা তো আল-মসীর গেছ থনে আলগ অইগেছো, আল্লার রহমত থনে  
 হরিগেছো। ৩৫ অইলে আমরারে দীনদার কইয়া কবুল করা অইবো,  
 ইমানে অউ নিচয়তা পাইয়া পাক রুহর বলে আমরা বার চাইরাম।  
 ৩৬ ইছা আল-মসীর উম্মত বনিয়া হারলে মছলমানি কাম করাইলেও  
 যেতা, না করাইলেও অতা। বরং মহব্বতর মাজদি যে ইমান জাইর অয়,  
 অউ ইমানউ অইলো আসল।

৭ তুমরা তো ভাল পথে চলাত আছলায়; তে অউ হক পথে চলতে তুমরারে খেগিয়ে বাধা দিল? ৮ হুনো, তুমরা অখন যে মতবাদ মানরায়, যে আল্লায় তুমরারে পছন্দ করি আনছইন, ই মতবাদ তো তান বাতাইল পথ নায়। ৯ জানো নি, এক ফুটা চেনায় এক বালতি দুধরে বরবাদ করিলায়। ১০ তে তুমরার বেয়াপারে আমি মালিকর দরবারো অউ ভরসা করি, তুমরা দুহরা কুনু মতবাদো যাইতায় নায়। অইলে যেগিয়ে তুমরারে ছাতার, হে যে-উ অয় না কেনে, তার পাওনা সাজা হে পাইবো।

১১ ও ভাই অকল, আমি যুদি অখনও অখান কই, মানষে মছলমানি কাম করানি জরুর, তে আমার উপরে কেনে অখনও জুলুম অর? তে দুখ-কষ্টর সলিবর উপরে আল-মসীর মউতর কথা হুনলে যেতায় মুখ লুকাইন, তারার মুখ লুকানি তো বন্দ অইগেলো অনে। ১২ এরদায় আমি চাইরাম, তুমরার দিলো যেতায় গন্ডগোল লাগাইছইন, অগুইন্তে তারার আস্তা নফছ কাটিয়া ফালাই দেউক।

গুনর গুলামি ছাড়ো, পাক রুহে খাটি অও

১৩ ও ভাই অকল, আল্লায় তুমরারে পছন্দ করিয়া আনছইন আজাদ অওয়ার লাগি। অইলে আজাদ বনিয়া তুমরার দিলর গুনর খাইশ পুরানিত লাগিও না, বরং দিলর মহব্বতে একে-অইন্যর খেজমত করো। ১৪ কারন আস্তা শরিয়তরেউ এখানো করিয়া কওয়া অইছে, “তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়্যা করিও।” ১৫ অইলে তুমরা যুদি একে-অইন্যে কাইজ্জা-ফসাদ আর রেশা-রেশি করো, তে হুশিয়ার অইয়াও! ইতা করলে তো তুমরা একে-অইন্যরে বিনাশ করিলিবায।

১৬ হুনো, আমি তুমরারে কইরাম, পাক রুহর বলে জিন্দেগি কাটাও, তেউ দিলর অউ খাইশ মিটানির খিয়াল অইতো নায়। ১৭ অউ খাইশে যেতা কয়, ইতা তো পাক রুহর বিপক্ষে, আর পাক রুহে যেতা কইন ইতা বদ খাইশর বিপক্ষে। বদ খাইশ আর পাক রুহ এরা একে-অইন্যর বিরুধি, এরদায় নেক কামর নিয়ত করিয়াও তুমরা ইতা পুরা করো না। ১৮ আর তুমরা যুদি পাক রুহর বলে জিন্দেগি কাটাও, তে তুমরা শরিয়তর গুলাম নায়।

১৯ দিলর বদ খাইশর কাম-কাজ তো খুলামেলাউ চিনা যায়, ইতা অইলোগি জিনা, নাপাকি, বদমাইশি, ২০ দেবতা পুজা, যাদু-টুনা, দুশমনি,

কাইজ্জা-ফসাদ, লোভ-লালছ, গুছা, নিজ-মতলবি, অমিল, দলাদলি, ২১ ইংসা, মাতলামি, হৈ-হুল্লা করি বজ্জাতি করা, আর অউ নমুনার আরো বউত কাম। তে আমি আগে যেলা হুশিয়ার করছলাম, অখন হিরবার অউলা কইরাম, দিলর অউ বদ খাইশর গুলামি যেরা করে, আল্লার বাদশাইত তারার কুনু ঠাই নাই।

২২ অইলে পাক রুহে চলা জিন্দেগির ফল অইলো মহব্বত, খুশি-বাসি, শান্তি, ছবর করা, দয়ালু ভাব, ভালা-মানষি করা, হক-হালালি রওয়া, ২৩ নরম অওয়া আর নিজরে সামলাইয়া রাখা। অউ নেক কামর বিরুধি কুনুজাত আইন নাই। ২৪ আর ইছা আল-মসীর আপন উম্মতে তো, যারযির রিপুরে, দিলর হকল বদ খাইশ সুদ্ধা ইছা আল-মসীর সলিবো কয়বর দিলাইছে। ২৫ অখন আমরা যদি একিন করি পাক রুহর জরিয়ায় নয় জিন্দেগি পাইছি, তে আও, আমরা পাক রুহর জিন্মায় জিন্দেগি কাটাই। ২৬ আমরা বেহুদা বড়াই-বেটাগিরি বাদ দেই, একে-অইন্যরে ছাতানি আর ইংসা-ইংসি এক্কেরে ছাড়ি দেই।

### একে-অইন্যর আহান করা

৬ ও ভাই অকল, জমাতর কেউ যদি আখতা কুনু গুনর ফান্দো পড়িয়ায়, তে তুমরা যেরা পাক রুহে জিন্দেগি কাটাইরায়, তুমরা তারে তুলিয়া আনিও। আর খুব নরম দিলে ই কাম করিও, নিজর বেয়াপারেও হুশিয়ার রইও, যাতে নিজেও ফান্দো না পড়ে। ৭ তুমরা একে-অইন্যর ভার বও, তেউ আল-মসীর নিয়ম পুরাপুর মানা অইবো। ৮ কুস্তা না বনিয়াও যে মানষে নিজর বড়াই-বাহাদুরি দেখায়, হে তো নিজেউ নিজরে টগায়। ৯ তে পরতেক মানষে যারযির আমল-খাইছলত পরিক্ষা করউক। তেউ অইন্যর লগে নিজর তুলনা না করিয়া, তার নিজর কামর লাগি বড়াই করতো পারবো। ১০ পরতেক জনেউ নিজর গাইট নিজে বও।

১১ হুনো, যে জনরে আল্লার কালাম হিকাইল অয়, হে তার উস্তাদর ভালাইর লাগি খেজমত করউক।

১২ ভাই অকল, তুমরা বে-পখি বনিও না, আল্লার লগে তো ঠাট্টা-মশকরা চলে না। যেইন যেলা খেত করবায়, এইন অলা ফসল পাইবায়। ১৩ দিলর অউ বদ খাইশরে খুশ করার লাগি খেত করলে, ই খেত থাকি

গজব মিলবো। অইলে পাক রুহরে খুশ রাখার লাগি খেত করলে, ই পাক রুহ থাকি আখেরি জিন্দেগি মিলবো। ৫৯ নেক কাম করাত লাগিয়া আমরা যানু নিরাশ না অই। হামেশা লাগিয়া রইলে ঠিক সময়ে এর ফসল পাইমু। ৬০ সুযোগ পাইলেউ আমরা যানু হকল মানষর, খাছ করি আল্লার পরিবারর মানষর আছান করি।

### আখেরি নছিয়ত

৬১ দেখরায় নি, কত মোটা-মোটা হরফে আমি নিজর আতে তুমরার গেছে লেখছি! ৬২ যেগুইন্তে তারার নিজর ভালা-মানষি জাইর করতো চায়, অতায় তুমরারে মছলমানি কাম করানির লাগি তাগিদ দেব। আল-মসীর সলিবর লাগি যাতে তারার উপরে কুনু জুলুম না আয়, জুলুম থাকি বাচার লাগি তারা ইতা করেব। ৬৩ হুনো, মছলমানি কাম যেতায় করাইছইন, অতায়ও তো শরিয়তর বরখেলাফ করইন। অইলে এরবাদেও তারা তুমরারে মছলমানি করাইতো চায়, যাতে তারা বড়াই করিয়া কইতো পারে তুমরাও তারার দলো আছো। ৬৪ অইলে আমি কইরাম, খালি ইছা আল-মসীর সলিব ছাড়া দুছরা কুনু বেয়াপারেউ আমি বড়াই করি না। অউ সলিবর মাজদিউ ই দুনিয়া আমার গেছে মরিগেছে, আর আমিও দুনিয়ার চখুত মরিগেছি। ৬৫ এরদায় মছলমানি কাম করাইলেও যেতা, না করাইলেও অতা। আল-মসীর জরিয়ায় হিরবার নয়। পয়দা অওয়াউ অইলো আসল বেয়াপার। ৬৬ আর অউ ইমানে যেরা জিন্দেগি কাটায়, মানি খাটি আল্লার বন্দারে তাইন রহম আর শান্তি দান করউক্কা।

৬৭ হেশ-মেশ কইরাম, হজরত ইছার লাগি মাইর খাইয়া কত নমুনর জখম আমার নিজর শরিলো লইয়া চক্কর দিয়ার। তে আমারে কেউ দুখ দিও না।

৬৮ ভাই অকল, আমরা মুনিব ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার দিলো কাইম রউক। আমিন॥